Registered No 15.

অমৃত বাজার প্রত্রিকা

৪র্থ ভাগ { ২৮পৌষ বৃহস্পতিবার সন১২৭৮সাল ১১ই জানুয়ারি ১৮৭২ খৃঃঅব্দ } ৪২সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

২৮শে বৃহস্পতিবার॥

আমরা শুনিলাম নাটোরের রাজা চন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর রাজ সাহীর ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজসাহী জেলায় বাঙ্গলার অনেক পুরাতন মাহামান্য জমিদারের বসতি। ইহার ইতিবৃত্ত যে অতি মনোহর হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। রাজা চন্দ্র নাথ যে রূপ যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে তাহার রচিত গ্রন্থ যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সাধারণ আদরণীয় হইবে তাহা আমরা সম্পুর্ণ ভরশা করি।

এবার উলাউঠ প্রায় যুগপৎ সর্ব্বত্র আরাম্ভ হইয়াছে। আমরা অনেক স্থল হইতে এই অশুভ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যশোহরের মহামারি সম্বন্ধে একখানি পত্র ৪০ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি যশোহর ও সাতক্ষীরা মহকুমার কয়েক খানি গ্রাম উলাউঠা হইতে প্রপীড়িত হওয়ায় তথা কার বাসন্দারা চিকিৎসা সাহার্য্যার্থে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছে। যশোহরে আজ মাস পাঁচ ছয় মহামারি আরম্ভ হইয়া অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে। মরক যশোহরে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে যদি সম্ভাব হয় তবে ইহার কোন প্রতি বিধান করেন। সৌভাগ্য ক্রমে যশোহরে মনরো সাহেব যাইতেছেন। গবর্ণমেণ্টের অমনোযোগ কি তাচ্ছিল্যের নিমিত্ত যশোহর এক্ষণ আর সহ্য করিবেন না।

যশোহর হইতে আমাদিগকে একজন লিখিয়াছেন যে "শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব যশোহরে আসিতেছেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু এখানে যেন আবার লফোড সাহেব আসিয়া তাহাকে খারাপ করিয়া না ফেলেন। আমরা মনরো সাহেবকে ভয় করিনা তাহার মন্ত্রী গণকে ভয় করি।"

এই রূপ রাক্ট যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সমুদয় বিদ্যালয় হইতে কাব্য উঠাইয়া দেওয়ার সংকল্প করিতেছেন। তাহার এ সংকল্প শুনিয়া অনেকে আক্ষেপ করিতে পারেন বটে কিন্তু এদেশীয় গণকে কর্ম্মঠ ও কার্য্য দক্ষ করা যদি ক্যাম্বেল সাহেবের অভিষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহার এই সংকল্প উপযুক্ত হইয়াছে। স্কুল কালেজ হইতে কাব্য ও ফিলজফি উঠাইয়া তদপরিবর্ত্তে যাহাতে আমরা কাজের কিছু শিখিতে পারি এমন বিষয় সমুদয় শিক্ষা দেওয়া অতি কর্ত্তব্য। বাঙ্গালিরা স্বভাবতঃ মেয়ে মানুষ, আবার পৌইট্রি ও ফিলজফি পড়িয়া কেবল আত্মপরিচয়ের আতিশয্য হয়। আমরা কাব্য বিদ্বেষী নয় তবে আমাদের এক্ষণ যে রূপ দুর্দ্দশা তাহাতে ক্যাম্বেল সাহেবের উদ্দেশ্য মঙ্গল দায়ক হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে যশোহরের মাগুরা মহকুমার মুন্সেফ বাবু গিরীশচন্দ্র চৌধুরি ঝিনিদহার মাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে একটি মকর্দ্দমা নিষ্পন্ন করিয়া বিপদাপন্ন হইয়াছেন। গিরিশ বাবু যে রূপ যোগ্য কর্ম্মচারি বিশেষতঃ দিনাজ পুরের মুন্সেফের উদাহরণ এরূপ জাজ্বল্যমান থাকিতে তিনি যে, বিচারে কোন রূপ অসাবধানতা কি ত্রুটি দেখাইয়া থাকিবেন এ আমাদের বিশ্বাস হয় না, যাহা হউক আমরা এবিষয় সংক্রান্ত কাগজ পত্র সত্বর পাইলে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

নূতন বন্দবস্তের দ্বারা মহকুমা মেহের পুরের স্মল কজ কোর্টের ভার বাবু দুর্গা প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে টাওয়ার সাহেবের বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছে। এবং দুর্গা প্রসাদ বাবুর এক্ষণ পাবনায় গিয়া স্মল কজকোটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পাবনা পদ্মাপার সুতরাং এরূপ বন্দবস্ত হওয়াতে দুর্গা প্রসাদ বাবুর পাবনায় গতায়তের বিশেষ বিঘ্নের সম্ভাবনা। দুর্গা প্রসাদ বাবুর এই বৎসরে ত্রিশ বৎসর রাজ কার্য্য সমাপ্ত হইবে এবং আগামী বৎসর তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়স হওয়ায় তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন। এই সময় তাঁহাকে পদ্মার বেগের কৃপাধীন রাখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুর কর্ম্ম! বর্ষাকালে কুষ্টিয়া হইতে পাবনায় যাওয়া একরূপ মৃত্যু অনুসরণ করা। পাবনা হইতে গোয়ালন্দে অনেক এলাকা বাহির হওয়ায় এক্ষণ সে খানে অতি অল্প স্মলকজ কোটের মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। গত মে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেখানে ৫০০ মকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে। পাবনায় যে হিসাবে মকর্দ্দামা উপস্থিত হয় তাহাতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ছয় সাত শত মকর্দ্দমা সেখানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এবং এই নিমিত্ত একজন পুরাতন সুযোগ্য কর্ম্মচারিকে বিপদাপন্ন করা ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি করা নিতান্ত অন্যায় কাজ। গবর্ণমেণ্ট কেন পাবনার মুন্সেফের প্রতি যে রূপ নিয়ম আছে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত কজকোটের মকর্দ্দমার ভার দেন না এবং পঞ্চাশ টাকার উপরের মকর্দ্দমা গুলি মুন্সফি আদালতে দস্তুর মত রুজু হইতে পারে। ইহাতে অসুবিধার মধ্যে পঞ্চাশ টাকার উপরের মকর্দ্দমা গুলির আপিল চলিবে কিন্তু আপিল করা না করা অর্থি প্রার্থির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। বিশেষত এক্ষণ বোয়ালিয়ায় পাবনার সবরডিনেট জজের কাছারি উঠিয়া গিয়াছে। আপিলের বিধি থাকিলেও অনেকে আপিলের ব্যয় ও কষ্ট বিবেচনা করিয়া আর তত দূর যাইবেনা। এবং পাবনায় যে কজকোটের মকর্দ্দমা রুজু হয় তাহার প্রায় চৌদ্দ আনা পঞ্চাশ টাকার নিচের সুতরাং অপর মকর্দ্দমা গুলির আপিলের বিধি থাকিয়াও যে অনিষ্ট হইবে সে অতি অল্প।

রাজসহী জেলার দুবলহাটির জমিদার রাজা হরনাথ চৌধুরি রাজসহী স্কুলটিকে হাই স্কুল করিবার নিমিত্ত ৫০০০ হাজার টাকা উৎপন্ন হয় এই রূপ একটি সম্পত্তি বৃত্তি দেওয়ার সংকল্প করিয়াছেন। রাজসহী স্কুলটি হাইস্কুল হয় ইহার যত্ন অনেক দিন অবধি তথাকার জন কয়েক দেশ হিতৈষী পান। তদপরে রাজসহীর এক জন ডিপুটি মাজিস্ট্রেট এটি দূর্ব্বলহাটি জমিদারের নিকট প্রস্তাব করেন এবং তিনি ইহার ব্যয় বহনে স্বীকার হন। দুর্ভাগ্যক্রম ডিপুটি বাবু স্থানান্তরিত হন এবং সেই সঙ্গে এই সদানুষ্ঠান বিলুপ্ত প্রায় হয়। তদপরে রাজসহী স্কুলের হেডমাষ্টার কালী বাবুর যত্নে এটী আবার পূনর্ব্বার আন্দোলিত হইতে থাকে। রাজা হর নাথ স্বীয় অভিষ্ট প্রকাশ করিয়া স্কুলের লোকেল কমিটিতে পত্র লিখেন এবং তাহারা রাজার অভিপ্রায় ইনেস্পক্টর ভূদেব বাবুর নিকট জানান। ভূদেব বাবু ডাইরেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লিখেন যে রাজা, স্কুল চিরস্থায়ী হয় এরূপ কোন বন্দবস্ত না করিলে তাহারা

এ বিষয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে পারেন। রাজা হর নাথ এই প্রস্তাবানুসারে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি স্কুলের উন্নতির নিমিত্ত প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কমিটি এই বিষয় ইনেস্পেক্টরকে লিখিয়াছেন এবং তাহারা সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টর নিকট রাজসহী স্কুলটি হাই স্কুল করার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া থাকিবেন। আমরা ভরসা করি ক্যাম্বেল সাহেব এই অনুরোধটি অনুমোদন করিবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাগিবেনা, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইবার কোন কারণ নাই। এবং পদ্মার ওপারে একটি হাইস্কুল নাই। আমরা এই উপলক্ষে রাজসহী জমিদার গণের সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাদিগকে ধন্যবাদ করিব। রাজসহী নগরীতে উপস্থিত হইলে কেবল এ দেশীয় জমিদার গণের কীর্ত্তি দেখা যায়। রাজসহীর স্কুল চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, ধর্ম্ম শালা প্রভৃতি সমুদয় সাধারণ হিতানুষ্ঠানে তাহারা যথা সাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। রাজা হর নাথ স্কুলটি হাইস্কুল করিয়া তাহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবেন।

মেডিকেল কলেজের প্রিনসিপাল ডাক্তার চিভর্স সাহেব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। কেহ কেহ অনুমান করেন ডাক্তার এফ এন মেকনামরা সেই পদে আরূঢ় হইবেন। এরূপ হইলে কলেজের পক্ষে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু মেকনামারা সাহেব এই পদ গ্রহণ করেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, যেহেতু আমরা জানি যে তিনি চৌরঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া কলেজ ভবনে বাস করিতে অনিচ্ছুক।

সম্প্রতি ডেলিনিউস ও ইণ্ডিয়ান অবজরবরের ভারি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ডেলিনিউস লিখেন যে হাকিমেরা যখন মফস্বলে যান তখন অত্যাচার হয়। এই রূপ রাষ্ট্র, অবজরবর সিবিলিয়ান গণের কাগজ, সুতরাং তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া ডেলিনিউসকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। ডেলিনিউসে এই অত্যাচার সম্বন্ধে প্রস্তাবটি এক জন মফস্বল পরিদর্শক কর্ত্তৃক লিখিত হয় সুতরাং তিনি অবজরবারের অবজ্ঞাকে গ্রাহ্য করেন নাই। আমরা আজ কয়েক সপ্তাহ হইল এসম্বন্ধে একটু লিখি সুতরাং আমাদের ডেলিনিউসের সপক্ষতা করিতে হইতেছে আমরা মফস্বল বাসী, প্রস্তাব লেখক যাহা লিখিয়াছেন অনেক সময় আমাদের উহা চাক্ষুষ ও সহ্য করিতে হইয়াছে। আমরা এসম্বন্ধে গুটি কয়েক উদাহরণ দিব। সম্প্রতি রাজসহী জেলায় এক জন ডাক্তার সাহেব কোন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। তিনি মফস্বলে গিয়া এক জন জমিদারের নিকট রসদ চাহিয়া পাঠান। এই রূপ রীতি আছে যে যখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কোন কেহ মফস্বলে গমন করেন তখন যদি প্রয়োজন হয় গবর্ণমেণ্ট হইতে জমিদার গণের উপর বসদ যোগানের নিমিত্ত হুকুম বাহির হয়। এ উপলক্ষে এরূপ কোন হুকুম বাহির হয় নাই সুতরাং সাহেবের প্রতি জমিদারেরা তাদৃক যত্ন করেন না। ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহার খানসামা আরদালি প্রভৃতি জন সাতেক ভৃত্যকে জমিদারের এক জন আমলাকে পাকড়া করিয়া আনিতে হুকুম দেন। তাহার ভৃত্যেরা জমিদারের বাটিতে গিয়া দুইটি খাশী প্রভৃতি ১০। ১৫ টাকার জিনিষ চায়। জমিদারের আমলা তাহা দিতে অস্বীকার করেন। সাহেবের চাকরেরা হেঙ্গামা আরম্ভ করে। জমিদার এক জন অতি মান্য ব্যক্তি এবং তাহার এক জন প্রধান আমলার প্রতি এই অত্যাচারটী করা হয়। তিনি প্রথম তাহাদিগকে যাইতে বলেন, তাহাতে তাহারা তাহাকে অপমান করার উদ্যোগ করে। আমলা ইতস্ততঃ কিছু সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া পোলিসে সম্বাদ দেন। পোলিস সব ইনেস্পেক্টর নিজে সাহেবের নিকট বলিয়া শেষে এই বিবাদটী নিষ্পত্ত্য করিয়া দেন। আজ কয়েক বৎসর হইল নদীয়ার এক জন মাজিস্ট্রেট, তাহার আমলা সমভিব্যাহারে মফস্বলে যান। একটী নীল কুটীয়ালের কাছারির নিকট মাজিস্ট্রেট সাহেব ক্যাম্প ফেলেন। কোন গতিকে সাহেবের নায়েবের রসদ যোগানে ত্রুটি হয় এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব এই নিমিত্ত তাহাকে চাবুক পেটা করেন। আর এক বার আমরা কলিকাতা হইতে নৌকায় বাটি যাইতেছি। পথে গিয়া একটী শোর শুনিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ডিপুটী মাজিস্ট্রেট মফস্বলে আসিয়াছেন আর তাহার আমলা একটী কোমলা নেবুর নৌকা লুট তরাজ করিতেছে। আমরা আর একটী গল্প দিয়া উদাহরণ সমাপ্ত করিব। এক জন সাহেব ইনেস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। তিনি রাজসহী পরিদর্শনে যান। গিয়া যে ঘরে মুনসিফ কাছারি করিতে ছিলেন, কাহাকে না বলিয়া কহিয়া তাহার এক কামরায় আপনার এক এজলাস বসাইলেন এবং সেখানে ইহাকে মারিতে উহাকে কাটীতে আরম্ভ করিলেন এবং চিৎকারে সকলে অস্থির করিলেন। মুনসিফ বাবু কিছুই জানেন না। গোলমাল শুনিয়া জানিলেন যে এক জন সাহেব আসিয়া সেখানে আফিস বসাইয়াছেন। মুন্সেফ বাবু ভারি ভদ্র লোক তিনি সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে অত গোল না হয়, তাহার গোলযোগে বিচার কার্য্যের বিঘ্ন হয়। সাহেব ইহাতে অপমানিত হইয়া মুনসেফ বাবুকে ইংরাজিতে যাহা ইচ্ছা তাহায় বলিয়া গালি দিলেন। মুনসেফ বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন কিন্তু সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। হাকিম নাজিরকে জরিমানা আদায় করিতে হুকুম দিলেন। নাজিরের পিয়াদারা আসিয়া সাহেবকে পাকড়া করিল। তখন সাহেব রাগে অচৈতন্য হইয়া জজ সাহেবকে এক খানি পত্র লিখিলেন। জজ সাহেব তাহার কোন উত্তর দিলেন না। সাহেব তখন আপনার প্রকৃত বিপদ বুঝিয়া আমলা ও চাপরাশী দিগের হাত পায় ধরিয়া খোসামোদ করিতে লাগিলেন। সাহেব পূর্ব্বে অনেক রূপ বিরক্ত করেন সুতরাং তাহার বিপদে সকলেরই আনন্দ হইতে লাগিল কিন্তু একে বাঙ্গালি ইদের মন তাহাতে সাহেবের বিপদ। শেষে জনকয়েক মুক্তিয়ার তাহার জামিন হইয়া সাহেবকে ছাড়াইয়া দিলেন। সাহেবের ২০০ টাকা কেন ২ টাকা দেওয়ার সঙ্গতি ছিলনা সুতরাং তিনি রাতা রাতি ডাকযোগে পলায়ন করিলেন। পর দিবস মুনসেক এবিষয় রিপোর্ট করায় মাজিস্ট্রট হইতে এক পরোয়ানা বাহির হইল। সাহেব পাবনার পাকড়া হইলেন এবং তাহাকে আবদ্ধ করিয়া থানা ব থানা দিয়া রাজসহী আনিয়া উপস্থিত। সাহেব আসিয়া মুনসেক বাবুর নিকট কান্দা কাটা আ আরম্ভ করিলেন। আমলারা ও মুনসেক বাবুকে সাহেবের নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মুনসেক বাবুর ইহাতে জরিমানা কমাইয়া ৫০ টাকা করিলেন কিন্তু সাহেবের সে সঙ্গতিও ছিল না, শেষে আমলা মুক্তিয়ারেরা হার করিয়া ৫০ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিলেন। হাকিম গণ মফস্বলে গেলে যে অত্যাচার হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই তবে অনেক স্থলে হাকিম গণের জ্ঞাতসারে এটী হয় না। হাকিম গণের খানসামারা বখসিস বলিয়া ভদ্র লোক মাত্রকে ত্যক্ত করে। সাহেবের নাম করিয়া যাহার বাটী যে জিনিসটী ভাল থাকে তাহা বল দ্বারা গ্রহণ করে। আমলারাও অনেক সময় অত্যাচার করেন, তবে অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাহাদের অত্যাচার করিতে হয়।

আগামি মাসে এখানে মাঘ মেলা, ও ব্রাহ্ম দিগের দুইটি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম উৎসব প্রভৃতি তিনটি জাতীয় উৎসব হইবে। এ কয়েকটি শিবদ্ধ উৎসব আমাদের দেশীয় এবং ইহার কয়েকটিরই উদ্দেশ্য ভারি মহৎ

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং অপরটির উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নতি করা। যাহারা বাঙ্গলা ভাল বাসেন বিশেষতঃ যাহারা ইচ্ছা করেন যে বাঙ্গালিরা ক্রমে এদেশের উন্নতির ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন, তাহারা দেশ বিদেশ হইতে এই উৎসবে আসিয়া যোগ দিবেন।

সিবিল সরবিসের দ্বিতীয় পরীক্ষায় বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে পুরুস্কার পাইয়াছেন। এই রূপ আর দুই একজন এদেশীয় সিবিল সরবিসে উত্তীর্ণ হইলে সিবিলিয়ান গণ সম্ভাবতঃ আপ্ত হত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবেন।

স্যামের রাজা আগামি ১৩ জানুয়ারিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। স্যামের রাজা সেণ্ডহেডসে উপস্থিত হইলে ক্যাপ্টেন হাওই সাহেব ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তথায় পৌছিবেন। স্যামের রাজার সঙ্গে সাত খানা রণতরী থাকিবে। ডায়ামণ্ড হারবারে পৌঁছিলে তিনি সোণামুখী বজরাতে আরোহণ করিয়া প্রিন্সেপের ঘাটে উপস্থিত হইবেন। লেফটেনেণ্ট গবরণর এবং গবর্ণমেণ্টের জনকয়েক সেক্রেটরি সেখানে তাহার সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। তোপ ধ্বনী হইবে। লেফটেনেণ্ট গবরণর তাহার কর্ম্মচারি, তাহার বাডিগার্ড এবং এক কি দুই দল পদাতিক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাহাকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া উপস্থিত করিবেন। গবরণর জেনারেল তাহাকে শপ্ত পদবীতে গ্রহণ করিবেন। এই সময় আবার তোপধ্বনী হইবে রাজা তদপরে গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রবেশ করিবেন, তাহাকে যথা বিধি সম্ভাষনা করা হইবে। এ সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে তিনি উডস্ট্রীটে যাত্রা করিরেন। সেখানে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিমিত্ত একটি গৃহ সসজ্জিত করিয়া রাখিবেন। সম্ভাবতঃ এই উপলক্ষে বাজি পুড়িবে।

We are most intensely aggrieved to find that even the most philanthropic of our governing race seem to have resolved to crush our improvement. Their philanthropy, in this instance, seems to have given way to misanthropy; and there appears to be a coincidence of opinion amongst them which might almost incline one to believe that our rulers have changed their policy towards us, and that they mean henceforth, if not to undo all that has hitherto been done, at least to check further progress. We of course do not for a moment believe that there is any such *intention* on the part of our rulers. Much less can we believe that the liberty-loving British can stoop so low as to curb the progressive tendency in their subject people—a people who for gentleness and loyalty are unsurpassed by any other nation in the world. We should be the last to attribute sinister views to men whose opinions we are going to criticize but they are like other men liable to errors of judgment. "*Humanum est errare,*" and it is this error of judgment which we believe is most primarily concerned in producing the result we have above alluded to.

Our Lieutenant Governor in his recent Educational minutes has almost struck a death-blow to our much revered Sanskrit and has paralized our dearly beloved Bengali language. By abolishing *Urdu* from our schools and colleges he has given much pain to the minds of the Mahomedans. His Honor would enforce his fovourite "Surveying and Levelling" even upon a *bona fide* quill-driver and would make all promotion dependent upon a knowledge of that *sine qua non.* But there is not a word about high education, which seems to have been so highly appreciated by our countrymen. Perhaps His Honor is of opinion that the Bengal system of Education is founded upon an essentially wrong basis, and that a remodelling of it, in a more practical way, is urgently necessary. But whatever His Honor may think, the Bengalis, as the most intellectual nation in India, value general education more than the professional. The professional education is what every man ought to be left to choose for himself and this in no way concerns Government. Levelling and Surveying we admit are very good things in themselves; but general education is the greatest demand of our countrymen. Surely the Bengalees cannot be satisfied with being a nation of surveyors and levellers God has endowed them with much higher aspirations, and any measure which is calculated to check them can hardly find favour with them.

So much of the Lieutenant Governor. We next pass on to a remark of a paper, that calls itself the *FRIEND of India.* The Editor in his issue of the 28th ult. puts it down as his deliberate opinion that, "the less of the college and more of the School would be far better for India." Here is another advocate of high education for our country; But as the quotation speaks for itself, we shall proceed to the next.

The *Englishman* of the December last guilty of a more serious error of judgment; surely we shall be accursed and condemned for ever, if we impute any intentional wrong to our country to so noble a philanthropist. This paper very severely took to task our contemporaries of the *Arjodoy* and *Som Prokas* simply for their urging upon the Lieutenant Governor the performance of some very useful works. Not content with that alone, the *Englishman* in an affectionate and patronising tone told that they had *bid* in their very throats. It is in this way that our well-wisher would enhance the reputation of the vernacular newspapers; O *tempora;* O *mores*

Lastly we shall notice Mr. Lobb's letter in the *Indian Observer* of the 23rd ultimo: This gentleman would abolish all competitive examinations and would make all appointments go by patronage. This point we will summarily dispose of by saying that however just and convenient it may be for the British portion of Her Majesty's servants in India, it will not do for us who are a subject race. Who would give *us* patronage? Were Mr. Lobb's view to prevail, could we expect to see *any* native civilians, whom we have now the most heartfelt pleasure of welcoming amongst us? Lord Mayo, we know, has the power ot creating native civilians, but how many has His Lordship up to this time elected among the natives; ?

The Bengal Municipalities Bill—This Bill which caused so much alarm has been at last published for the information of the upper ten. Indeed it will be published in the *Government Gazette* for the benefit of some pleaders and muktiars but the great body of the people for whose benefit (?) the Bill has been framed will only come to know it when the tax gatherer pays his welcome visit to them. We cannot enter in to the details of the Bill today, positively we cannot. Our heart is too full. The Bill contains 234 section and every section contains matters of vital importance to the people. But all these 234 sections might have been reduced into two, the first is "give us some taxes" and the second is "we will give you some power to expend those taxes." It is however a sign of the times that whenever Government proposes to impose additional taxes, it holds out some advantages delusive or otherwise it matters not, to the people in return. It seems that even Government now feels the impudence of demanding further taxes. Government has so often taxed the patience of the people, has so often demanded money on various pretexts that it can no longer demand further contributions with a clear conscience. It shows that Government has a heart but alas! how small it is. It feels the necessity of giving the people something in return, but even the bone that it throws to the people, is not fit to eat. "Elective conncils," "self Government" are very good things and the people would willingly accept another tax to have them but does Government really mean to give the people the power to raise and expend the taxes? No tax can be levied

or expended without the permission of the Lieutenant Governor, every Commissioner is removable at the pleasure of the same Lieutenant Governor and the magistrate is invariably to be the chairman. Such are the principal features of these elective and independent councils. We are required to pay some taxes to have this sort of self Government, but suppose we don't choose to have them, and prefer to save our pockets will the Government let us alone? There we will have no option, we must have the boon whether we will or no, and does not this fact alone show, that the advantage is not so much on the side of the people as the Government would have us believe? If the advantage be really on the side of the people why force the measure upon them? Even mad men understand their own interests and we dare say the measure if really good will be sought by the people with avidity. Let the Bill stand as it is, only let it be enacted that the boon will be only given to them who want it. Has the Legislative council any objection to such a fair proposal? The thing is we understand each other, or rather we have come to understand Government or the present policy of Government, our only regret is that Government has not as yet thoroughly understood the people. As an "inferior" race the Natives may be stupid and dull enough, but to suppose that they do not understand even such transparent tricks as these is to do them injustice. Perhaps Government understanding the Natives yet from a long habit connot withdraw that veil of mock sanctity with which it has all along tried to conceal its real intentions. Or perhaps some of the members ef the legislative council are simple enough to believe that such a bill as has been framed will secure to the people an equivalent to the hardships imposed upon them by fresh taxation. We do not know whether the framers of the bill are ignorant or designing men; but we are, sure, if it is not thoroughly purged out of its impurities, it will tell more heavily upon the people than even the cess act which has been so recently introduced. Could not Government wait a few years more, would it be politic and generous to introduce two such measures at once? From what we have seen of the bill it seems clear to us that the Baitish Government is giving us the decentralization scheme with a vengeance. Centralization impoverished India and we prayed for the federalization of the finances; Government heard our prayer and increased our burden by imposing duties upon local Govts which they could not perform without additional taxation. Here the local Government metes out to the people of Bengal the same measure which was meted to it by the India Government. With such municipalities studded ovr the length and breadth of the land, the local Government will have very little to do but to enjoy the pleasure of expending the revenues of the country for its favorite pursuits forcing the people to perform all its duties. Yes, as we said, we have no objection to accept another taxation, only give us sincerely what we wish and what you promise—we mean self Government. To secure that, Government should almost entirely sever its connection with these institutions and leave the people if not absolutely independent but almost unfettered. Let the control of the local Government over these institutions be not more rigorous than that of the supreme Government over the local ones, make these councils elective, let even the chairman be elected by the rate-payers and we believe people will not grudge the imposition of fresh taxation. If Mr Campbell is sincerely desirous of granting a great boon to the people of Bengal he can have no objection to make such changes in the body of the bill as would meet the requirements of the people. There can be no political danger in giving power over such minor matters as education, sanitation &c to the people, and we hope Mr Campbell will thus secure the blessing of the forty millions entrusted to his care; but if he perseveres in forcing upon the people such an odious measure as has been proposed, surely the loyal Bengalis will never fight but there will be a deep and sullen discontent throughout the length and breadth of the land.

A few words to our country men. The measure as it stands threatens to be one of the most oppressive with which Bengal was ever visited. We hope the Lieutenant Governor will make some changes so as to make it at least less oppressive, but if His Honor does not, we must remain prepared to employ all legitmate means that lies in our power to oppose him. We may not succeed but neverthless great interests are at stake. We would not like to allow every magistrate a foreigner ignorant of our manners and customs, with absolute powers to pry into and interfere with all our domestic and social matters. As the Government at present is it is sufficiently curious and meddling, but with municlpalities in every village and with magistrates and commissioners at their head, even marriages, caste feuds &c. will not escape the interference of these functionaries. Then as to additional taxation it is well known that wherever municipalities have been introduced they have proved a curse on account of the frequent calls of the tax-gatherer, and such places have been deserted by the poorer classes, but now the the Legislature proposes to deprive people even of this means of deliverance. In our next we shall enter into the details of the Bill, but in the meantime we hope our readers will take the trouble to read it with attention.

শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেবের অধ্যাবসায় যত্ন, উৎসাহ দেখিয়া আমরা ক্রমে অবাক হইতেছি। তিনি দেশের সকল বিভাগে হুল স্থুল লাগাইয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ পরিশ্রমী, উদ্যোগী এবং কর্ম্মঠ তাহাতে তিনি যদি একটু শান্ত হইতেন এবং অগ্র পশ্চাদ ভাবিয়া সকল বিষয় সহসা সিদ্ধান্ত না করিতেন তাহা হইলে তাহার রাজ শাসন কর্ত্তৃক আমরা প্রকৃত উপকৃত হইতাম। তিনি যখন প্রথম রাজ কার্য্য আরম্ভ করেন তখন দেশে প্রকৃত ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হয় তাহার কার্য্য প্রণালী কোন দিক হইতে প্রবাহিত হইতেছে কোন দিকে ধাবিত হয় আবার কোথা গিয়া উহার পরিসমাপ্তি হয় তাহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। এক্ষণ তাহার শাসন প্রণালী কতক স্থিরকৃতি ধারণ করিতেছে। তাহার শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত গত মন্তব্য দেখিয়া তাহার কতক অভিপ্রায় আমরা অবগত হইয়াছি। তাহার ইচ্ছা যে আমরা তাহার শাসন প্রভাব কিছু অনুভব করি এবং বলদ্বারা আমাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করেন। বস্তুতঃ এদেশে ইংলণ্ডের সভ্যতা সহসা আসিয়া পড়িয়া আমাদিগের অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। জাতা মাত্রের উন্নতির একটি সময় আছে এবং এই উন্নতি কতকদূর হইলে তাহার উন্নতি আবার স্থগিত এবং কিয়ৎ পরিমাণে অধঃগতি হয়। ইংলণ্ডের প্রভাবে উন্নতি দশায় নাত না হইয়া তাহার প্রতি ঘাতের ফল দ্বারা আমরা অবনত হইতে আরম্ভ হইয়াছি, ক্যাম্বেল সাহেবের ইচ্ছা যে সেটি না হয়। তিনি আমাদিগকে এমন সমুদয় শিক্ষা দিতে চাহেন যাহাতে আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত না হই। তিনি আমাদিগকে কর্ম্মঠ করিতে চান, আমাদের হৃদয়ে যাহাতে অসম্ভবনীয় উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে নৈরাশ করিতে না পারে তিনি সেই রূপ শিক্ষা দিতে চান। এদেশে এক্ষণ লেখা পড়ার চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় অনেক মঙ্গলের সঙ্গে একটি বিষম অমঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। লোকের মনে অলিক গৌরবের সঞ্চার হয় ও তাহারা অনেকে নিতান্ত অসুখে কাল যাপন করে। ক্যাম্বেল সাহেব এই অসুখের অবস্থাকে ভয় করেন। তিনি বলেন যে দেশে যখন যে রাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহার মুল, এই অসন্তোষ জনক মনের ভাব। অতএব এটি নিবারণ করা কর্ত্তব্য। তাহার এ কার্য্য প্রণালী দ্বারা দেশের যে কতক মঙ্গল হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মনে অসন্তোষ ভা-

ব উদ্দীপ্ত না হইলে আমরা বটে উন্নতির যত্ন পাই না, সুতরাং ক্যাম্বেল সাহেবের কার্য্য প্রণালী দ্বারা আমাদের এক রূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা কিন্তু জাতি সবল, ও সুস্থকায় না হইয়া কোন বিষয়ে অধিক উত্তেজনা করিলে পরিণামে অনিষ্ট হয় । ফল ক্যাম্বেল সাহেব এ সমুদয় গুলি একটু ধীরে সুস্থে করিলে ভাল হইত । তাহার আর একটী বিষম দোষ হইয়াছে । তিনি ভাবেন, যে পৃথিবীর মধ্যে তিনি এবং তাহার সভাসদ বার্ণড যাহা বুঝেন পৃথিবীর কেহ তাহা বুঝেন না এবং যত ক্ষমতা তাহার আধার তাহা তিনি, কমিশনার গণ ও মাজিস্ট্রেটেরা হইবেন। এরূপ কার্য্য প্রণালীতে বাঙ্গালী ইংরাজ অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন । তিনি বেহার পরিদর্শন কালীন একটি স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর জন দুই ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, রহিল খণ্ডের চর্তুসমা কি ? তাহারা তাহার উত্তর দিতে পারে না এবং কলিকাতায় আসিয়া এক মিনিট লিখিলেন যে এদেশের স্কুলে ভূগোল শিক্ষা মোটে হয় না । শীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারির উপর তাহার আস্থা নাই । শিক্ষা বিভাগ মাজিস্ট্রেট ও কমিশনার গণের অধীনে আনিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় গণকে অপমানিত ও শঙ্কোচিত করিয়াছেন । আমরা শুনিলাম শিক্ষা বিভাগের সমুদয় লোক তাহার অত্যাচারে সদায় সশঙ্কিত হইয়া কাজ করিতেছেন । কোন কোন কর্ম্মচারি পদ পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন কেহ বা শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া বিভাগান্তরে প্রবেশ করিবার যত্ন পাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি দেশের দেশীয় পাঠশালা গুলির প্রকৃত অবস্থা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এ সমুদয় গুলি ন্যায্য মত শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কমিশনার ও মাজিস্ট্রেট গণেরও মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত বিষয়ে তিনি ডাইরেক্টরের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া লোকেল কমিটির উপর এক রূপ সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়াছেন । শিক্ষা বিভাগ এত দিন এক রূপ লাওয়ারেশ মাল ছিল। অন্যান্য বিভাগের প্রতি গবরণর গণ যেরূপ মনোযোগ ও যত্ন দেখাইয়াছেন এ বিভাগে কেহ তাদৃক যত্ন কখনই দেখান নাই। সুতরাং তিনি ইহার প্রতি মনোযোগ দিয়া ইহাকে সম্মানিত করিতেছেন যে তাহার সন্দেহ নাই, তবে এটকিন্সন সাহেব উড্রু সাহেব প্রভৃতি প্রাচীন কর্ম্মচারি, ইহারা সকলেই বিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ ইহাদিগকে অবজ্ঞা করায় সুদ্ধ তিনি তাহা দিগকে যথোচিত সম্মান দেখানে ত্রুটি করিতেছেন তাহা নয়, তাহাদের পরামর্শ লইয়া কাজ না করিলে শিক্ষা বিভাগের অমঙ্গল হইতে পারে । আমরা শুনিলাম এটকিন্সন সাহেবের অনুপস্থিত কাল ক্যাম্বেল সাহেবের প্রিয় বান্ধব বার্ণর্ড সাহেব ডাইরেক্টর হইবেন । এটি হইলে তিনি আপন ইচ্ছা মত সকল বিষয় বন্দবস্ত করিয়া লইতে পারিবেন ।

আগামী ১৫ জানুয়ারি সোমবারে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে । ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট দিগের পরীক্ষা ২৫ জানুয়ারি আরম্ভ হইবে এবং বর্দ্ধমান বিভাগের প্রথম শ্রেণীর উকালতী পরীক্ষা এবৎসর হুগলি হইবে ।

আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রাণাঘাটের বাবু ব্রজেন্দ্রগোপাল পাল চৌধুরি অত্যধিক কষ্টের সহিত সাত মাস কাল পীড়া ভোগ করিয়া ২৩ পৌষ রজনীতে ১১।টার সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন । ইহার মৃত্যু রাণাঘাটের বিশেষ ক্ষতি জনক বলিতে হইবে । শ্রীগোপাল বাবুর মৃত্যুর পর ইহার উপর অনেকটা আশা ভরসা স্থাপন করা গিয়া ছিল; কিন্তু মানুষের কল্পনা ও প্রকৃতির ঘটনা এই উভয়ের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ! ইহাঁর ন্যায়, বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ, ক্লেশ সহিষ্ণু, উৎসাহী, কর্ত্তব্য প্রিয়, সুসামাজিক পুরুষ, রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশে আর ছিলনা, ভবিষ্যতে কেহ হইবেন কি না সে কথা পৃথক । ইহার বয়ঃক্রম বোধ হয় ৩২ বর্ষের অধিক হয় নাই । ইহার মনুষ্যোচি অনেক গুণ ছিল ।

লেফটেনেণ্ট গবরণার জেল আবারমাজিষ্ট্রেটগণের তত্তাবধারণে আনিবেন তিনি এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । যে জেলার জেল কোন ডাক্তারের তত্তাবধায়নে রক্ষিত হয় নাই সে খানে মাজিষ্ট্রেটের নিজের এই ভার বহন করিতে হইবে এরূপ নহে তিনি তাহার অধীনেস্থ কোন কর্ম্মচারিকে এই কর্ম্ম নিযুক্ত করিতে পারেন তবেইহার জববদিহি তাহার নিজের স্কন্দে থাকিবে ।

লেফটেনেণ্ট গবরণরের এই রূপ অভিপ্রায় নয় যে সকল জেলার ডাক্তার সাহেবেরা জেলের তত্ত্বাবধানের ভার পাইবেন তবে তাহারা যদি একার্য্য উপযুক্ত হন এবং দেশীয় ভাষায় তাহাদের বিশেষ বুৎপত্তি থাকে তবে তাহারা একর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র লেফটেনণ্ট গবরণর বিশ্বাস যে ডাক্তারের অথবা আসিটেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের জেলের কাজ সুন্দর নির্ব্বাহ করিতে পারেন তবে ইহাদের মাজেষ্ট্রেটের অধীনে থাকিয়া কাজ করা অতি কর্ত্তব্য। কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় লওয়া অতি কর্ত্তব্য ।

জেলের পরিদর্শক দিগের মধ্যে একজন চিয়ার ম্যান থাকা কর্ত্তব্য । জেলার জজ এই ভাবটী গ্রহণ করিলে লেটেনেণ্ট গবরণরের মতে সর্ব্বাংশে ভল হয় । চ্যায়ার ম্যান সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন ।

বিবিধ ॥

Readers ! Beware of Messrs. Bernard and Co's auction rooms and here is our experience of the said rooms. We were tempted to go in because already there was a great concourse of people. We entered at last and saw a spacious Hall, gorgeously embellished and adorned with pictures and &c. &c. &c. There sat about half a dozen or more of gentlemen and amongst them were two Natives. They were all very grave the Natives especially so, but the Europeans seemed less repulsive and one of them with a smiling countenance beckoned me to him. I approached and made a deep *salaam*, the *saheb* gracefully returned it, and enquired how I was doing. "quite, well thanks" says I. The saheb there-upon seized my hand and said "Brother, here are some goods which we mean to dispose of, you can have them for nothing, almost nothing." As my pocket was quite empty what I did was to show him the inside of my pocket which had also a big hole, But the *shaheb* didn't like the operation at all, he immediately shut his eyes with both his hands and said " don't, don't show your pocket to me, it pains my eyes, I have opthalmia empty pockets increase the inflamation " Well, I apologized and told him that I was poor and could not afford to make purchases. " So are we poor" said the shaheb "but you have not as yet seen the goods, they are very valuable, the like of which was never seen here, at least within 500 years to come, don't show me your empty pockets again however and make a good, a very good bargain. " I faintly wanted to see the goods. The shaheb. " Here they are, 'elective councils' 'self Government' 'local Parliaments' &c. &c. all to be sold in a lot; come brother you must have them and make an excellent bargain." I forgot the emptiness of my pockets, I was electrified at the names of those goods which we were so eager to possess and had never seen before. I began to inspect them eagerly, they looked beautiful from a distance and I was enraptured. But alas ! a closer inspection disappointed me; I found the goods tho' well varnished not only damaged but rotten to the core. I expressed my opinion, the two Native gentlemen applauded, but the shaheb looked severely at me and said " dear brother you are an ass, you do not understand these things as much as we do, depend upon me, they are sound and you ought to have them at every sacrifice, and we are going to dispose of these precious goods at a heavy loss." I said boldly, for you must know I am naturally very bold " Well if I am to be the gainer and you the loser why are you eager to press the goods upon me ? " " Because, because—" It seemed the shaheb was at fault, he stopt short and looked askance, he wiped his fore-head with a kerchief and without a single word more sat down upon his chair. When another gentleman rose & affectionately said " my dearest brother, as you are made of gross materials you cannot understand the impulsive force of disinterested benevolence, when we offer you the goods we do it at

tremendous sacrifices for your good, accept them and bless us." I was almost tempted to believe him' nad timidly inquired the price of the goods. "A mere trifle" said the affectionate shaheb only few more taxes." I swooned away ! I was brought home, when and how I don't know. I opened my eyes aud I fancied that I saw ten thousand tax gatherers ransacking my pocket. I robbed my eyes, got up and sure enough saw the goods well packed lying before me. The porter who carried them to mine demanded his wages, which I certainly refused. But what the porter did was to break my box before my eyes and to take what he considered his proper wages and walk off unceremoniously. I bawled *paharawallah* but that functionary it seems was in league with the porter of Messrs Bernard and Co's. Then came the Bill Sarkar with his Bills I protested in vain, he laid hold of all the articles that was before him with the aid of the *paharawalla*, and promised to make another call as early as possible.

সংবাদ ॥

—গবর্ণর জেনারেল দিল্লিতে পৌঁছিয়াছেন দেশীয় রাজা ক্রমে নানা স্থান হইতে তাহার সঙ্গে তথায় সম্মিলিত হইতেছেন।

—পোলিসের এক জন ইনেস্পেক্টর ও সব ইনেস্পেক্টর একরার করার নিমিত্ত এক জনকে প্রথমে একটি নিম গাছে বন্ধন করিয়া বাদি দ্বারা তাহাকে জুতা পেটা করে। তাহার পরে তাহাকে খুলিয়া দিয়া চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া বুকে এক খানি চৌকি চাপাদিয়া নিষ্পীড়ন করে এক জন এই চৌকির উপর উপবিষ্ট হয় আর এক জন গোপ ধরিয়া টানিয়া এক পাশের গোপ ছিড়িয়া ফেলে। এই অত্যাচারটি রাষ্ট্র হওয়ায় পোলিস কর্ম্মচারি গণ কারারুদ্ধ হইয়াছে।

—আমরা আহ্লাদিত হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, বাবু দুর্গাচরণের রাহা হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থিত হইয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা সচরাচর ইহাঁর সাধারণের উপকারার্থ বিপুল অর্থ দান সংবাদ শুনিতে পাই। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি নিজ গ্রাম চুচুঁড়ার নিত্য উপকার করিয়া থাকেন। ঈদৃশ মহোদার গুণ সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরাই দেশের যথার্থ হিতৈষী, ইহাঁরাই আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন। সোম প্রকাশ।

—আমরা মিরার পাঠে অবগত হইলাম যে গত শনিবারে রাজ পুত্রের আরোগ্য লাভের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের রাজা একটি সভার সমবেশন করেন। সভাতে রাজার প্রধান কর্ম্মচারি, কয়েক জন সিবিলিয়ান এবং অপর ইংরাজ উপস্থিত হন। প্রথম বাঙ্গলাতে একটি প্রার্থনা পাঠ হয়, তৎপরে ইংরাজি ও বাঙ্গালিতে বক্তৃতা হয়।

—বোম্বাইতে ৫৯ খানি দেশীয় সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

—গেজেটে প্রকাশিত হইবছে যে গুজরাটের নিকট নেদাদা নামক স্থলে একটি উল্কা পিণ্ড পতন হওয়ায় যেখানে পড়ে সেখানকার তৃণ সমূদয় ভস্মীভুত হইয়া যায়।

—ফাইনেন্স কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান নিমিত্ত দাদা ভাই নবজি স্বত্বর ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

—কেপ কলনিতে আর একটি স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেপ কলনির ধন ক্রমেহ বর্দ্ধিত হইতেছে।

—চিকাগো নামক আমিরিকার নগরে ইতি মধ্যে অগ্নিকাণ্ড দ্বারা ভস্মীভুত হয় এবং যখন ভস্মীভুত হয় তখন এক জন, নাস্তিক একটি উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ছিল "তোমাদের ঈশ্বর এক্ষণ কোথায়, তোমাদের ঈশ্বরের দূত এক্ষণ কোথায়" সে ইহায় বলিয়া বিদ্রুপ করিতেছে ইহার মধ্যে কক জন পুলিষ কর্ম্মচারি আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল।

—ত্রিপুরা জিলাধীন পশুন গ্রামে উদয়া নাম্নী কোন ব্রাহ্মণ বিধবার অপগর্ব্ভ এবং যথা সময়ে একটি পুত্র হয়, লোক লজ্জা ভয়ে উদয়ার উপপতি উক্ত শিশুকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করে, হতভাগ্য শিশু জীবিত ছিল, তাহার রোদন শুনিয়া অনেক লোক একত্র হয়। গ্রাম্য চৌকিদার কর্ত্তৃক কিছু কাল রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু শীতে ও অনাহারে মরিয়া যায়। এতদ্বিষয়ক মোকর্দ্দমা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া উপরিভাগের বিচারাধীন আছে। হিন্দু হিতৈষিণী।

—মান্দ্রাজস্থ গঞ্জাম বিভাগের অন্তর্গত কোন পার্ব্বতীয় অসভ্য, এক ব্যক্তিকে বধ করে, সে ধৃত হইয়া তত্রত্য এজেণ্টের নিকট আনিত হয়। তাহাকে অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "হাঁ আমি উহাকে বধ করিয়াছি, আমার মাতা আমাকে বলিয়া ছিলেন যে ঐ হত ব্যক্তির পিতা আমার পিতাকে বধ করিয়াছিল। আমি এই কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার নিকট একটি মহিষ চাহি, সে তাহা দিতে অস্বীকার করাতে আমি তাহাকে বধ করিয়াছি" ঐ হত ব্যক্তির পিতা এই কার্য্যকে ন্যায় পর বিবেচনা করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইহার জন্য নালিস করে নাই সে বিবেচনা করিয়া ছিল যে যখন সে উহার পিতাকে বধ করিয়াছে তখন সেও তাহার পুত্রকে বধ করিতে পারে। অপরাধীর অবজ্ঞা বিবেচনা করিয়া এজেণ্ট তাহাকে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা না দিয়া দ্বীপান্তর করিয়াছেন।

—কেপ কলনিতে ১১ এগার পরিমিত এক স্থানে এত হীরক পাওয়া যাইতেছে যে পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থান আছে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষের কোন রাজা গোল কোণ্ডা হইতে ৫ মন হীরক পাইযাছিলেন বটে তথাপি উক্ত স্থানের তুল্য গোলকোণ্ডা মূল্যবান নয়। ষ্টোরনি সাহেবের কোন ভৃত্য কাফের প্রথম এই খনি আবিষ্কার করে; সে প্রথম এক বৃহৎ রক্ষের নীচে একটি হীরক প্রাপ্ত হয়। তখন উক্ত সাহেব অনুসন্ধানে ঐ স্থানের নানান্তর হইতে কয়েকটি হীরক প্রাপ্ত হন। এই সংবাদ পাইয়া অনেক খনি ব্যবসায়ী তথায় যাইতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থি হইতেছে।

—একশত স্বর্ণ মুদ্রার দুইটি পার্সেল মান্দ্রাস ও বোম্বাইর পথের মধ্যে খাওয়া যাওয়ায় বোম্বাইর পোষ্টমাষ্টার, যে পর্য্যন্ত তদারকে ইহার প্রকৃত অবস্থা বহিষ্কৃত না হয় তাবৎ তাহার অধীনস্থ সমুদায় বাঙ্গি বিভাগের কর্ম্মচারী গণকে সস পেণ্ড করিয়াছেন।

—সর সলার জং হইদ্রাবাদের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন তিনি রাস্থা সমান করিবার নিমিত্ত সেখানে ধুমাকলের রোলার লইয়া গিয়াছেন রেলওয়ে একটি হটেল নির্মাণ করিয়াছেন, সাধারণ ব্যবহার নিমিত্ত একটি উদ্যান প্রস্তুত করিতেছেন এবং চাঁদা হইতে হাইদ্রবাদ পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে নির্ম্মানের সংকল্প করিতেছেন।

—প্রীন্স অব ওয়েলসের পীড়ার কথা শুনিয়া কপূর তলার রাজা তাঁহার রাজধানিস্ত নদীর ধারা অনেক প্রজাপুঞ্জের সমবেত করেন। এবং তাহাদের ধর্ম্মানুসারে তিন ভাগ অর্থাৎ হিন্দু, শীক, এবং মুসলমানে বিভক্ত করেন। রাজা স্বয়ং শীকদিগের দলে মিশেন। তৎপরে প্রত্যেক দলেই তাহাদের নিজ২ ধর্ম্মানুসারে রাজকুমারের আরোগ্যের নিমিত্তে প্রার্থনা করেন।

—রাজসাহী জেলায় শ্রবণেন্দ্রিয় বিহিন একটী বালক আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদি ও তাহার কর্ণ নাই, কিন্তু সে বধির নয়। তাহার কর্ণ রন্দ্রে এক খানী চর্ম্ম আছে, তাহার উপর মুখ দিয়া তাহাকে যাহা বলা যায় তাহা সে শুনিতে পায়। তাহাকে কোন কথা বলিবার সময় সে মুখ ব্যাদন করে এবং কথা যদি একটু উচ্চ স্বরে বলা যায় এাহা হইলে উত্তম শুনিতে পায়! এ বালকটী বেশ বুদ্ধিমান লিখিতে পড়িতে পারে।

—গার্লিনে দ্বারকদ্ধ করিবার জন্য এক আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্র স্থাপিত করিলে চোর গৃহ প্রবেশ করিরা ডেস্ক হইতে টাকা কি অন্য কোন মূল্য বান বস্তু নিবার জন্য তদুপরি চাপদিলেই তাহাইতে বিদ্যুৎ জন্মে, তৎক্ষণাৎ (বোধহয় ডেস্ক ও দ্বারের সঙ্গে তার আছে) যে দ্বার দিয়া চোর প্রবেশ করে, তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়; চোর দ্বারের নিকট যাইতেও আর সময় পায় না সুতরাং ধরা পড়ে। এই যন্ত্র এইক্ষণ বারলনের কোন দোকানে ব্যবহৃত হইতেছে। এইক্ষণ চোরেও সামান্য বৈজ্ঞানিক নহে।

—চিনদেশে যে হত্যা কাণ্ড হয় তাহার নিমিত্ত ফারাশিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অবেদন প্রকাশ করিবার নিমিত্ত চিনরাজা ফ্রান্সে একজন দূত প্রেরণ করেন। তিনি সমাদরের সঙ্গে ফারাশিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছেন।

—শ্যাম রাজ ১৩ই জানুয়ারি কলিকাতায় আগমন মরিবেন।

—শনিবারের দিন দুই খানা তিসি এবং কাপড় বোঝাই নৌকা কলবিন ঘাটে মগ্ন হইয়াছে। নৌকা দুখান কিনারায় দড়িতে বাঁধা ছিল। কিন্তু জলের স্রোতে দড়ি কাটিইয়া গিয়া উহা মগ্ন হইয়াছিল।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন এরূপ গুজব উটিয়াছে লর্ড কিম্বারলী ভারতবর্ষের ভাবি গবর্ণর জেনারেল হইবেন।

—গম বিনিস্কী নামক এক ব্যাক্ত বিশপ কলেনজো সাহেবকে খুন করিবার মতলবে গুলি করে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে গুলি বিশপের গায়ে না লাগিয়া এক জন উদ্যান রক্ষকের গায়ে লাগে এবং সে তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

—বোম্বাই এলফিনিষ্টোন কালেজের তিন জন

ত মার্চ মাসে সিবিল সর্ব্বিশ পরিক্ষা
ন্য বিলাতে যাত্রা করিবেন।

বেঙ্গালোর হইতে গবর্ণর জেনারেল টেলি-
পাইয়াছেন যে এবারের সূর্য্য গ্রহণ অতি
া হইয়াছে। গ্রহণের পাঁচখানা অত্যুত্তম ফট
উঠান হইয়াছে। উৎকমন্দ পর্ব্বতেও গ্রহণ
বড়ই ধুমধাম হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে সম্পূর্ণ গ্রাসের সূর্য্য গ্রহণ
শনের কথা ছিল। উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ আরম্ভ
হয়, সেখানে গাঢ়তর মেঘাচ্ছন্ন দিবসে যেরূপ
অন্ধকার হয়, সেইরূপ অন্ধকার হইয়াছিল, অট্টা-
লিকা এবং বৃক্ষাদির ছায়া এক আশ্চর্য্যরূপে প্র-
কাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রাস হয় নাই।
দ্বিতীয়া তৃতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ সূর্য্য গ্রাসের
অবশিষ্ট ছিল। ১৮৬৮ অব্দের আগষ্ট মাসের গ্র-
হণে যেরূপ অন্ধকার হয়, এবার তদপেক্ষা অ-
ল্প অন্ধকার হইয়াছিল।

—বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী রাজকুমারী ইংলণ্ড যাইয়া গর্ভবতী হওয়াতে সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিবেন! এছেলে কি ব্রিটিশ বরণ প্রজা হইবে।

—বর্দ্ধমানের সংক্রামক জ্বরের কারণ অনুসন্ধান করিতে ডাক্তার পেইন নিযুক্ত হন। সম্প্রতি তিনি তাহার এ সম্বন্ধে রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করিয়াছেন।

—আমাদের গবরণর জেনারেলের ভ্রাতা বুর্ক সাহেব ভারভবর্ষে পর্য্যটন করিতেছেন। ইনি মহা সভার এবং ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে তাহার একজন সভ্য। বূর্ক সাহেব উত্তর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া ইংরাজ রাজ শাসনের প্রতি লোকের কিরূপ ভক্তি তাহার অনুসন্ধান লইতেছেন।

—কলিকাতা মিউনি সিপেলিটীর চিয়ার ম্যান হগ সাহেব সত্বর বিলাতে যাইবেন তাহার স্থলে কে নিযুক্ত হন তাহা বলা যায় না। লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাহার পদের উপযুক্ত লোক।

—আগামি মাসে গবরণর জেনারেল ব্রহ্ম দেশ পরিদর্শন নিমিত্ত যাত্রা করিবেন। তিনি এই যাত্রায় ব্রহ্মদেশ মলমিন আণ্ডামান্স এবং উড়িষ্যা পরিদর্শন করিবেন। তিনি কটকে উপস্থিত হইলে আমাদের লেফটেনেণ্ট গবরণর গিয়া তাহার সঙ্গে একত্রিত হইয়া যেখানে যে সমুদয় খাল খনন হইয়াছে তাহা পরিদর্শন করিবেন।

—ইংলণ্ডে গ্রিবেব সাহেব মহারাণীর বিরূদ্ধে অপবাদ করায় অনেকে তাহার নামে অভিযোগ করার পরামর্শ দেন কিন্তু হোম গবর্ণমেণ্ট ঘৃণা করিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

—বিখ্যাত বিজ্ঞান বিৎ সাইসেন্স সাহেব গণনা দ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে সূর্য্যের কিরণ একশত ফ্যাদম জলের নিম্ন পর্য্যন্ত প্রবেশ করে।

—গ্যাম্পার নামক যে আরমানি সিবিল সরবিসে উত্তীর্ণ হন, তাহাকে তাহার শারীরিক অসুস্থ বিধায় গবর্ণমেণ্ট সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। গ্যাম্পার সাহেব আপনাকে ইংলণ্ডে অনেক প্রধান প্রধান ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান এবং অনেক প্রধান ডাক্তারের মতে তাহার শরীরে এমন কোন পীড়া নাই যাহাতে তিনি সিবিল সরবিসের পক্ষে অপটু। তিনি সিবিল সরবিসে যে কয়েকটী পরীক্ষা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়াছেন এবং পড়াশুনা প্রভৃতির ব্যয় বহন নিমিত্ত বিস্তর অর্থ ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন। গ্যাম্পার সাহেব সিবিল সরবিস কমিশনার গণের নিকট এবং তৎপরে ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট তাহার প্রতি যে অন্যায় বিচার হইয়াছে তাহার নিমিত্ত দরবার করেন কিন্তু কেইই তাহার প্রতি মনোযোগ করেন নাই। তিনি রাজ বিচারে তাহার বিষয় উত্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

সমালোচনা ॥

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। এই পুস্তকখানী হেয়ারস্কূলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্টচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে অল্পস্থানের মধ্যে ভারতবর্ষের ভৌমিক ও শাসনপ্রণালী, ভাষা, ধর্ম্মপ্রভৃতি বিষয়ক বিবরণ অতি পরিস্কার রূপে লেখা হইয়াছে। ব্রিটীশাধিকৃত ভারত বর্ষের বিভাগ সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সুন্দর রূপে ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরাজাশ্রিত উপরাজগণের রাজ্যবিষয়ক তালিকা ও পুস্তকের শেষে, বিশেষ২ স্থানের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠক বর্গের নিকট বিশেষ উপকারী হইবে। পুস্তকের ভাষা অতি সরল। সকলের বোধগম্য, ও ইহা যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে তাহা অতি প্রশংসনীয়, ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষার্থী দিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে; বোধ হয় ভারতবর্ষে ভুবৃত্তান্ত বিষয়ক অন্য কোন পুস্তকের ইহার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। মুল্য অতি অল্প, ছয় আনা মাত্র।

বশন্ত কুমারী। শ্রীযুক্ত উমাচরণ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের রচয়িতা। ইনি দুই তিন বৎসর হইল ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার দ্বারা যে এরূপ পুস্তক লেখা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট প্রসংশনীয়।

প্রেরিত॥

মান্যবর শ্রীযুক্ত অমৃত বাজার পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু।

মহাশয়,

বর্ত্তমানাবস্থায় হিন্দু দিগের যুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত কিনা, এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করাই অদ্যকার প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। আপাততঃ হিন্দুরা পরম দয়ালু রাজ পুরুষদিগের যত্নে অতুল বিদ্যালাভ করিয়া সভ্য শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছেন। এমন কি অন্যান্য ভারত বাসীদিগের মধ্যে ইহারাই প্রধান সভ্য হইয়াছেন বলিলে বাহুল্য হয় না। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! সভ্যতার সঙ্গে ২ চিরসঙ্গ দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইতেছ না। বাঙ্গালিরা যে অসীম ভীতু, ও দুর্ব্বল এটি প্রত্যেক জাতীদিগের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাহার এক মাত্র প্রধান কারণ সাহসের কিঞ্চিৎ মাত্র চালনা নাই! মনুষ্য মাত্রেই যে বিষয় হউক না কেন শিক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই এক সময়ে না এক সময়ে তাহা সফল হইতে পারে। যদি আমরা সাহসী হইতে ইচ্ছা করি, এবং তচ্চালনে অগ্রসর হই, অবশ্যই তাহা সফল হইবে সন্দেহ কি? এক্ষণে আমরা এত দূর দুর্ব্বল যে, যদি কোন বলবান ব্যক্তি আক্রমণ করে, তখন আমরা আত্ম রক্ষা করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ি। যদি আমাদিগের প্রজারঞ্জক রাজার সহিত অন্য কোন বিপক্ষ বলবান রাজার সহিত যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে যদি আমাদিগের রাজা পরাজিত হন, তবে আমরা প্রজা হইয়া আমাদিগের রাজার কোন উপকার করিতে পারিব না, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? ইহা কি প্রজার স্বধর্ম্ম রক্ষা করা হয়! নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত ও বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কত যত্ন ও কত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ মহৎ বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের এত ঔদাস্য কেন তাহা আমরা বুঝিয়া শেষ করিতে পারিনা।"

"কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালির স্বভাবতঃ অতিশয় ভীতু, অস্ত্র শস্ত্র অভ্যাস করিবার অদ্যাপি সময় হয় নাই।" এটি প্রস্তাব করা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই বিবেচনা করুন। ভীতু বলিয়া কি উৎসাহ প্রদান না করা রাজ ধর্ম্ম হইতেছে? প্রজাদিগকে দুর্ব্বল ও ভীতু রাখাই কি প্রজা রঞ্জক রাজার কর্ম্ম হইতেছে? যখন গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ছাত্র দিগকে টাকা দিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন। যখন এত দূর বিদ্যাশিক্ষা করান রাজ ধর্ম্ম বিবেচিত হইয়াছিল, তখন তাহার সহিত অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করান উচিত হইতেছে না কেন?

"কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালিরা অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়া অন্তে দুর্ব্বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।" তাঁহারা নিজে এটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিবেন, বাঙ্গালিদিগের হইতে এ বিষম অনিষ্ট হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই কিছু দিন অতীত হইল বাঙ্গালীদিগের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত কতিপয় দেশ হিতৈষী মহোদয় গবর্ণমেণ্টর নিকট আবেদন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা বিফল হইয়া গিয়াছে। সুন্দরকায় কাপুরুষেরা এই বিষয় লইয়া তুমুল উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ও বিশেষ করিয়া স্মরণ করা উচিত যে, তাঁহাদের, পুর্ব্ব পুরুষেরা পশুর ন্যায় বনে বনে পর্য্যটন উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান, কাঁচা মাংস ভোজন করিয়া এক সময়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এক্ষণ আমরা সম্ভ্রান্ত দেশ হিতৈষি-হিন্দু দিগকে এই বিষয়ের নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের বীরত্ব জ্যোতিঃ স্মরণ করিয়া দেখিলে নিশ্চয় বোধ যে, তাঁহারা সামান্য উপায়ে এই মহৎ বিদ্যালাভ করেন নাই। তাঁহারা কতদূর যুদ্ধ বিদ্রোহাদি করিয়া সমরে নির্ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা অস্ত্রশিক্ষাভিলাষে কতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার এক প্রধান উপমাস্থল। ভীষ্ম ও কর্ণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিষম আশ্চর্য্য বোধহয়। এইঅশেষগুণালঙ্কৃতা ভারত ভূমিতে কত শত বীর, বীরত্ব প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অতএব

অবশ্য আমাদিগকে এবিষয়ে সফল হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

"স্মরহ ইক্ষকুবংশে কত বীরগণ,
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন,,
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ,
বিরত্ব বিমুখ কোন, ক্ষত্রিয় নন্দন?"

কলিকাতা ৬ই জানুয়ারী ১৮৭২ সাল } ভবদীয় বসম্বদ শ্রীপার্ব্বতী চরণ দাস।

সঙ্গীত সমালোচনী।

আমরা সংগীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তার রূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

রুক্মিণী হরণ নাটক॥

বিখ্যাত নাটক লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণিত মূল্য ॥০ আনা। কলিকাতা ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

READY FOR SALE.

A DIGEST of the ACTS and REGULATIONS for the Subordinate Executive Service Examination—price Rs 8; also a COMPILATION of the ACTS and REGULATIONS for B. L. and Pleadership Examinations – price Rs 9. Apply to Hridoy Chundra Dass Manager of the Victoria Press, 3, Bisshanath Mattylal's Lane, Bowbazar,
CALCUTTA.

NOTICE

A Novel full of Mystiries in Bengali.

আমার গুপ্তকথা, ২য়পর্ব্ব ২৪ফরমায় সমাপ্ত হইয়া রঙ্গিন টাইটলে বাঁধান হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রিত হইতেছে। মূল্য ৫/ ডাক মাসুল ৶ আনা, ৩য় পর্ব্বের ৫৪সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইযাছে। প্রতি ফরমার নগদ মূল্য অর্দ্ধ আনা, কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়। সাহাজানে দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীরপুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে॥ এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। মুল্য।০ মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিশ কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের গলি ৫২ নং বাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পত্রাদি সেখানে পাঠান হয়।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্তরিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।মা বৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুলছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপেজিটারিতে. কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর করীর নিকট তত্ত্ব কবিলে পাওরা যাইবে গ্রহণেচ্ছক মহাশয়ের মাশুল ৵০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদে রাম বন্দপাধ্যায়ের গলি ২৫নং বাটিতে শ্রীযুক্তবাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধ নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয় স্তক খানি প্রকাশ হইরাছে। মুল্য কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাক যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রে নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুইহার গ্রন্থকর্ত্তা

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণনগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশিপুর
বাবূীন ন অদাথ সেন, গোহাটি
বাবূ কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকায় মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার মূল্যেরটিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র অমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা
যান্মাসিক ৪॥০
ত্রৈমাসিক ৩৫

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶
ও ততোধিক বার /

☞ এই পত্রিকা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।